তারিখ : 22.OCT.2015
পৃষ্ঠা : ৮ কলাম : ৫

সংবাদ

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন

প্রশ্ন ফাঁস করলে ৪ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বা এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রেখে শিক্ষা আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে ১৯৮০ সালের এ সংক্রান্ত আইনে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ১০ বছরের শাস্তির বিধান থাকলেও নতুন আইনে শাস্তির মেয়াদ আরও কমেছে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় নানা মহলের সমালোচনায় আইনে কঠোর শাস্তির বিধান না থাকায় এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা সমালোচনা চলছে। প্রশ্ন ফাঁস : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

প্রশ্ন ফাঁস : করলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের এই উদ্যোগের কঠোর সমালোচনা করে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষাবিদসহ অংশীজনের মতামত নিয়ে খসড়াটি চূড়ান্ত করবে মন্ত্রণালয়। বিডিনিউজ।

info@moedu.gov.bd Ges law_officer@moedu.gov.bd ই-মেইলে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ার ওপর মতামত দেয়া যাবে। খসড়ায় ৬৭ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে অথবা এই কাজে জড়িত থাকলে বা সহায়তা করলে তিনি সর্বোচ্চ চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ১৯৮০ সালের 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশন্স (অফেন্স) অ্যাক্ট'-এ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ১০ বছরের শাস্তির বিধান ছিল। ১৯৯২ সালে তা সংশোধন করে সাজা চার বছর করা হয়। সরকারের এই উদ্যোগের কঠোর সমালোচনা করেছেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সাবেক উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, "চার বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লাখ টাকা জরিমানা প্রহসনের মতো, এটাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না। এক লাখ টাকা জরিমানা দেয়া প্রশ্ন ফাঁসকারীদের জন্য কোন বিষয়ই না উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এর মধ্যদিয়ে অনৈতিকতাকে বাড়িয়ে দেবে। অপরাধ করেও অনেকে পার পেয়ে যাবেন, যা অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করবে।

"শাস্তির পরিমাণ কোনভাবেই কমানো যাবে না। কারণ প্রযুক্তির কারণে এখন এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে। ১৯৮০ সালে তো এসব প্রযুক্তি ছিল না। তখন যদি এই অপরাধে ১০ বছরের সাজা হয় এখন সেটা কেন কমানো হবে?" ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ঐক্যফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবীর দুলুও চার বছরের সাজাকে 'আইওয়াশ' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "যারা প্রশ্ন ফাঁস করে তাদের বাঁচিয়ে রাখতেই সাজা কমানো হচ্ছে বলে আমি মনে করছি।"

আগের আইন অনুযায়ী ১০ বছরের সাজার সঙ্গে মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করার দাবি জানিয়ে দুলু বলেন, "যারা প্রশ্ন ফাঁস করেন তারা তো কোটি কোটি টাকা আয় করে। তাই জেল-জরিমানা উভয় শাস্তিই দিতে হবে।" সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই প্রশ্ন ফাঁসকারীদের ধরা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় ছাড়াও খসড়া আইনে গাইড বা নোটবই প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মুখস্থবিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করতে সব পরীক্ষাই সৃজনশীল পদ্ধতিতে নেয়ার সুপারিশ এসেছে। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত পাণ্ডুলিপির অনুমোদন নিয়ে কোন প্রকাশক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সহায়ক শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক পুস্তক বা ডিজিটাল শিখন- শেখন সামগ্রী প্রকাশ করতে পারবেন বলে খসড়ায় বলা হয়েছে। সহায়ক শিক্ষা উপকরণ প্রকাশে কোন ব্যক্তি নিয়ম অমান্য করলে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা ছয় মাসের কারদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শিক্ষা আইনের খসড়া অনুযায়ী, নিবন্ধন ছাড়া কোন বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা করা যাবে না। কোন এলাকা বা অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা না থাকলে সরকার সেগুলো একীভূত, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করতে পারবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ভর্তি উপযোগী শিশুকে জন্ম নিবন্ধন সনদ বা সরকার অনুমোদিত প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির সনদ দাখিল সাপেক্ষে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করা যাবে। আইনে নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা পাসের সনদ এবং একাদশ বা আলিম শ্রেণীতে ভর্তিতে এসএসসি বা সমমানের সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী, প্রাথমিক ও ইবেতেদায়ী স্তরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক এবং তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে।

উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকবে উল্লেখ করে খসড়ায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় স্নাতক পর্যায়ে সকল কোর্সে ন্যূনতম নম্বর বা ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক হবে। সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামসহ কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভাগ খুলতে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে।

প্রস্তাবিত আইনের খসড়া অনুযায়ী, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্রের ব্যয়ে পরিচালিত হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে সরকার বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দেবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক এবং মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করবে বলেও খসড়ায় উল্লেখ করা হয়। ২৫ পৃষ্ঠার প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের পাঁচটি অধ্যায়ের ৬৯টি ধারায় শিক্ষা আইনের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, এই আইন হলে এরপর এ বিষয়ে বিধিমালা করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে এই আইনের খসড়া নিয়ে শুধু টানাটানিই চলছে। কিন্তু আইনটি আর চূড়ান্ত হয়নি। এ কারণে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।